১

‘শুধু র‍্যাব কেন, দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর নাগরিকেরও জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে।’

ড. এম এনামুল হক
প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

আসক: র‍্যাবের মতো একটা মিশ্র বাহিনী গঠন সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?
এনামুল হক: আপনি নিজেই তো বলেছেন মিশ্রবাহিনী। মিশ্রবাহিনী যদি প্রয়োজন হয় এবং উদ্যোগ যদি সৎ হয় তাহলে এটা শুভ।

আসক: র‍্যাবের শুরুর দিকে পদায়ন, পদমর্যাদা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পুলিশ অফিসার ও আর্মি অফিসারদের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আভাস পত্রিকাগুলো দিচ্ছিল, এ ব্যাপারে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কিনা?
এনামুল হক: আমার জানা নাই।

আসক: সারা পৃথিবীতেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ একরকম এবং সামরিক বাহিনীর কাজ সম্পূর্ণই ভিন্ন এবং সেভাবেই তাদের ট্রেনিংগুলো দেয়া হয়। যেমন– সেনাবাহিনীর জন্য সাধারণ অপরাধ তদন্তের নিশ্চয়ই আলাদা ট্রেনিং দেয়া হয় না। আপনার কি মনে হয় যে, পুলিশের কাজটা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে দক্ষতার সাথে করা সম্ভব হবে?
এনামুল হক: এই প্রশ্নটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে অনেক সময় প্রয়োজন। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, পুলিশের একটা কোড আছে পি আর বি (পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল)। সেখানে বিস্তারিত লেখা আছে– পুলিশের কোড অব কনডাক্টস কী? সেইসাথে আরও কতগুলো অরিজিন্যাল অ্যাক্ট রয়েছে যেমন– সি আর পি সি, পেনাল কোড, এভিডেন্স অ্যাক্ট। এগুলো খুবই অরিজিন্যাল, কোনো স্পেশালাইজড অ্যাক্ট নয়। These are the Mother laws. এখানে কোনো জায়গাতে নিষিদ্ধ নাই যে, সরকার তার কাজের জন্য অন্য বাহিনীর সাহায্য নিতে পারবে না বরং প্রয়োজনবোধে সরকার সামরিক বাহিনীর লোককে for aid to civil power আনতে পারে। ওইদিক দিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলবো যে, যেকোনো লোককে সরকার যেকোনো কাজে বৈধভাবেই আনতে পারে। আপনার প্রশ্নের মধ্যে আরেকটা অন্যরকম তাৎপর্য আছে, আপনি বলছেন যে সেনাবাহিনীর ট্রেনিং একরকম, পুলিশের ট্রেনিং একরকম, তারা কি তদন্তের জন্য যথোপযুক্ত? এটা খুব স্বাভাবিক কথা যে, যে যে-কাজের জন্য, তার সে কাজটা ভালো জানার কথা। এখন এখানে প্রশ্ন আসছে যে, তাহলে তদন্ত পুলিশ না করে র‍্যাব করছে কেন? কতগুলো স্পেশালাইজড জিনিস আছে যেমন, পুলিশ যতো পাবলিক ডিলিং করে, সেনাবাহিনীর অতো পাবলিক ডিলিং করতে হয় না। বিডিআরকে কিছু কিছু করতে হয় যেহেতু পুলিশের সঙ্গে প্রায়ই বিডিআর, আনসার, ভিডি পার্টিকে কাজ করতে হয়।
এমন কতগুলো আইটেম আছে যেমন, বোমা ডিসপোজাল; এটা পুলিশের এতোটা জানা নয় যতটা আর্মির জানা আছে। আবার যেমন, টেররিজম অ্যান্ড কাউন্টার টেররিজম– এই দুটো বিষয়ে কনভেনশনাল ওয়েতে পুলিশের অতোটা জানা ছিল না কিন্তু সময়ের প্রবাহে ক্রমশ বেশি জানতে হচ্ছে। অর্থাৎ যারা যে বিষয়ে বেশি পারদর্শী, তাদের নিয়ে যদি সমন্বয় করা যায় দোষের কিছু নাই।

আসক: কিন্তু in aid of civil administration-এর কথা যেটা বললেন, সেক্ষেত্রে যদি সিআরপিসিকে আপনি ইনডিকেট করে থাকেন, সেখানে তো বলা হচ্ছে যে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে ডাকা যাবে। যেমন যদি কোনো জনসমাবেশ খুব আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ে, তবে সেটাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ মিলিটারিকে ডাকতে পারবে। এখানে খুবই সীমিত একটা পরিসরে এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আন্ডারে এ কাজটা করতে হচ্ছে। কিন্তু র‍্যাবের ব্যাপারটা কি সেরকম?
এনামুল হক: মোটেই না। র‍্যাবেরটা তো সাময়িক নয়। র‍্যাবকে সিভিল এইডের জন্য সাময়িকভাবে ডাকা হয়নি। স্পেশাল একটা ফোর্স তৈরি করা হয়েছে। এর ভেতরে শতকরা চল্লিশভাগেরও বেশি পুলিশের লোক আছে। বাকি আনুষঙ্গিক কাজের জন্য বিভিন্ন বাহিনীর লোক আছে। আমার কথা হচ্ছে যে, দণ্ডবিধিতে একটা ধারা আছে দেখবেন, যেখানে বলা আছে– উদ্দেশ্য যদি ভালো থাকে তাহলে smaller harm is permissible for the greater good. উদ্দেশ্য যদি ভালো থাকে তাহলে র‍্যাব হোক বা র‍্যাট হোক বা র‍্যাক হোক– সমন্বয় সাধন করে যদি কাজ করে, তাহলে ভালো কথা। আর আপনি যদি প্রথমেই এটাকে মনে করেন যে, করাটাই ভুল হয়েছে, তাহলে আমি আপনার সাথে একমত নই। করাটা যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে, সরকার এটা করতে পারে। কিন্তু করার পর যদি এটা অযৌক্তিকভাবে ব্যবহৃত হয় বা এর কাজ যদি জনস্বার্থের প্রতিকূলে যায় তাহলে এটা খারাপ।

আসক: সেটাতো হচ্ছে তত্ত্বগত দিক থেকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে, ইনটেলিজেন্স এবং ইনভেস্টিগেশনের মতো যে স্পেশাল দুইটা দায়িত্ব র‍্যাবকে দেয়া হয়েছে, আর্মি ট্রেনিং থেকে আসা লোকজন সেগুলো যথাযথভাবে করতে সক্ষম?
এনামুল হক: ইনটেলিজেন্স কালেক্টের ব্যাপারে পুলিশের চেয়ে আর্মি বেশি ভালো, না আর্মির চেয়ে পুলিশ বেশি ভালো– এটা আমার পক্ষে নির্ণয় করা মুশকিল। আমি পুলিশ অফিসার হিসেবে বলবো যে, আমি আমার পরিধির মধ্যের কাজটা ভালো জানি। তারা হয়তো দাবি করবে, তাদের যে পরিধি, তাদের যে ট্রেনিং সেটার জন্য তারা ভালো। এখন জনসাধারণের সাথে মিশে ইনটেলিজেন্স কালেক্ট করার জন্য পুলিশের সাথে সামরিক বাহিনীর লোকের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময় হতে পারে। উভয়ের দক্ষতা মিলিয়ে একটা সুসম্পর্কের সমন্বয় যদি হয়, তাহলে ক্ষতির কিছু দেখি না আমি।

আসক: আপনি বলছেন সমন্বয়টা কার্যকর হতে পারে?
এনামুল হক: হতে পারে।

আসক: র‍্যাব গঠনের যৌক্তিকতা হিসেবে সরকার যেটা বলে থাকে সেটা হচ্ছে যে– পুলিশের বর্তমান অবস্থায় তাদের অসামর্থ্য প্রমাণিত ...

এনামুল হক: না। এটা সম্পূর্ণ আপনার ভুল ধারণা। পুলিশের অসমর্থতার জন্য এটা করা হয়নি, পুলিশকে সহায়তা করার জন্য এটা করা হয়েছে।

আসক: আমি পুরো প্রশ্নটা শেষ করি। যেটা আমাদের বলা হচ্ছে যে, বর্তমানে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সন্ত্রাসীরা যতটা অগ্রগতি লাভ করেছে বা সন্ত্রাস যতটা অর্গানাইজড হয়েছে তাতে সাধারণ পুলিশের পক্ষে সেটা কাউন্টার করা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণেই র‍্যাব গঠন করা হয়েছে একটা স্পেশালাইজড ফোর্স হিসেবে, তাইতো?

এনামুল হক: এটা ঠিকই।

আসক: সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, র‍্যাবের জন্য কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি আমদানি করা হচ্ছে, তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে। এ কাজটা পুলিশের ক্ষেত্রে কেন করা হয়নি এত বছরে?

এনামুল হক: সেটা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? যারা নীতি-নির্ধারণ করেন, রাজনীতিবিদ, বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন এবং অতীতে যারা ছিলেন– উভয়কেই জিজ্ঞাসা করেন যে তারা করেননি কেন? তারা তো পুলিশকে খাটায়। বাজেট বৃদ্ধি করার সময় তো তাদের মতামত ছাড়া সেসব করা যায় না। পুলিশের বাজেট আসে রেভিনিউ খাত থেকে। রেভিনিউ বাজেটে তো সহজে টাকা আসে না। ডেভেলপমেন্ট বাজেটে পুলিশের কোনো স্কিম নাই, একমাত্র পুলিশ একাডেমি ছাড়া। সেটাও আমি বহু কষ্টে এনেছিলাম তদানীন্তন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সহায়তায়। রেভিনিউ বাজেট বাড়ানো খুবই কষ্টসাধ্য, একেবারে কানাকড়ি গুণে দিতে হয়। সুতরাং ডেভেলপমেন্ট বাজেটে না গেলে কোটি কোটি টাকা এমনি আসবে না।

এটা আপনি বলতে পারেন যে, এইসব জিনিস যদি পুলিশকে আরও আগে দিত, আরও বেশিভাবে, তাহলে হয়তো ফলাফলটা আজ অন্যরকম হতে পারতো। যেটা পুলিশকে এতদিন দেয়নি, সেটা এখন দিচ্ছে একটা সংমিশ্রণ বাহিনীকে।

আসক: হ্যাঁ, অনেকেই এই মত প্রকাশ করে থাকেন যে, র‍্যাবের পেছনে এতোটা ইনভেস্ট না করে যদি পুলিশকে ঢেলে সাজানো হতো প্রযুক্তিগত দিক থেকে, ট্রেনিংয়ের দিক থেকে, বেতন কাঠামোসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে, সেক্ষেত্রে সেটা দীর্ঘমেয়াদি ও ফলপ্রসূ প্রতিকার আমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারতো। আপনার কি তাই মনে হয়?

এনামুল হক: তাদের সঙ্গে আমি কিছুটা তো একমত হবো যে, যে জিনিসটা এখন করা হচ্ছে, এটা যদি আর একটু আগে করা হতো তবে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারতো। ওই যে বলে সময়ের এক ফোঁড় আর অসময়ের দশ ফোঁড়। যখন প্রয়োজন ছিল তখন আপনি ওই থ্রি নট থ্রি দিয়ে বহু দিন চালিয়েছেন। পুলিশকে আধুনিক অস্ত্র দেয়া হয়নি। সামর্থ্য ছিল কি ছিল না এটা বলার উপায় নেই। একটা কনভেনশনাল ওয়েতে সবকিছু চলছিল। অথচ দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। আজকে বহু পুলিশ বিদেশে যাচ্ছে, তারা কম্পিউটার জানে, তারা ড্রাইভিং জানে। আগে খুব কম পুলিশ অফিসার কম্পিউটার জানতো, খুব কম পুলিশ অফিসার ড্রাইভিং জানতো। 'ড্রাইভার' আলাদা একটা ক্যাডার ছিল। এখনতো বাইরে পিস কিপিং ফোর্সে যেতে হলে তাকে কম্পিউটার জানতে হবে, ড্রাইভিংও জানতে হবে। এগুলো তো ভালো লক্ষণ এবং এই প্রযুক্তিটা আগে যদি আমাদের কাজে লাগতো তাহলে আরেকটু ভালো হতো।

আসক: পুলিশ বিভাগ সংস্কারে স্বাধীনতার পর কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে? কোনো কমিটি কি গঠন করা হয়েছিল সংস্কারের উদ্দেশ্যে?

এনামুল হক: একাধিক কমিটি ও কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই মুহূর্তে আমি সেগুলির ফিরিস্তি দিতে পারবো না। শুধু একটা কথাই বলতে পারি যে, একাধিক কমিটি হয়েছিল। তার বেশির ভাগই যা হয় আর কি, শুধু পুলিশ কেন অন্যান্য বিভাগের মতোই, এখন মনে হয় সবই রয়ে গেছে ফাইলবন্দি হয়ে। ঠাট্টা করে লোকে বলে যে কোল্ড স্টোরেজে রয়ে গেছে।

ড. এম এনামুল হক
প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

"যখন প্রয়োজন ছিল তখন আপনি ওই থ্রি নট থ্রি দিয়ে বহু দিন চালিয়েছেন। পুলিশকে আধুনিক অস্ত্র দেয়া হয়নি। সামর্থ্য ছিল কি ছিল না এটা বলার উপায় নেই।"

আসক: ওদের মেজর ফাইন্ডিং এবং মেজর রেকমেন্ডেশনগুলো কী কী ছিল?

এনামুল হক: এই স্বল্প সময়ের ইন্টারভিউতে এতকিছু বলা সম্ভব নয়। ফাইন্ডিং আর রেকমেন্ডেশন সম্পর্কে বলতে গেলে ফাইল গুলো বের করে দেখে বলতে হবে।

আসক: র‍্যাবের হেফাজতে থাকা অবস্থায় 'ক্রসফায়ার'-এ বেশ কয়েকজন লোক নিহত হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

এনামুল হক: এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। যেকোনো লোকের মৃত্যুই দুঃখজনক, যদি সেটা অযৌক্তিক কারণে হয়। আত্মীয়-স্বজন যখন মারা যায় তখন যেমন দুঃখ লাগে, তেমনি অনাত্মীয় মারা গেলেও খারাপ লাগে। আর যদি কেউ বিনা দোষে মারা যায় তখনতো আরও বেশি খারাপ লাগে। এখন আপনি যেটা বলছেন যে, 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছে; এটা দুঃখজনক ঘটনা এবং এটার জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে। কেন মারা গেল– যৌক্তিকভাবে এটার তদন্ত হওয়া উচিত, যাতে এ প্রবণতাটা কমে যায় যে, মেরেও কোনো ক্ষতি নাই। বিচার থাকতে হবে, শুধু র‍্যাব কেন দেশের যেকোনো নাগরিক, সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর নাগরিকেরও কিন্তু জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে।

আসক: প্রতিটা ঘটনার ক্ষেত্রেই অস্ত্র উদ্ধারের নাম করে আসামিকে স্পটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপনাদের পুলিশের রেগুলেশন বা অন্য আইন-কানুনে এ সম্পর্কে কী বলা আছে? অস্ত্র উদ্ধারের জন্য অভিযুক্তকে স্পটে নিয়ে যাওয়া কতখানি প্রয়োজন?

এনামুল হক: আছে তো। এভিডেন্স অ্যাক্টে তো বলছে যে, আপনি পুলিশের সামনে যদি কোনো জবানবন্দি দেন সেটা পারমিসিবল নয়। অথচ একই জিনিস সিআরপিসির ১৬৪ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দিলে সেটা পারমিসিবল। তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। এভিডেন্স অ্যাক্ট বলছে, আপনি পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়ে যদি বলেন যে, অমুক জায়গাতে গেলে আমি অমুক জিনিসটা বের করতে পারবো বা এখানে চোরাই মাল আছে বা অস্ত্র আছে বা অপরাধ সম্পর্কীয় কোনো জিনিস পাওয়া যাবে– তাহলে অবশ্যই যে জবানবন্দি দিচ্ছে তাকে সঙ্গে নিয়ে স্পটে যাওয়ার দরকার আছে। সে না দেখালে কে দেখাবে? সেজন্যই অভিযুক্তকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয়।

আসক: এভিডেন্স অ্যাক্টে যেভাবে আছে, আমি যতদূর মনে করতে পারছি, সেটা হচ্ছে যেকোনো কনফেশন পুলিশকে দিলে সেটা আইনে পারমিসিবল না, কিন্তু যদি এমন কিছু বলে যেটার ভিত্তিতে বেআইনি কিছু উদ্ধার হলো, সেক্ষেত্রে সেটা আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু সেখানে তো স্পটে নিয়ে যাওয়ার কোনো ইন্ডিকেশন নেই।

এনামুল হক: আমি নিজে যদি না যেতে পারি তাহলে আপনাকে সহজে দেখাবো কেমন করে। দু'ভাবেই আপনি করতে পারেন। আপনাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে যে অমুক জায়গাতে যান, অমুক বাড়ির অমুক তলায় অতোটা গভীরে আছে– এটাও হতে পারে। আর কাজ ভালোভাবে করার জন্য সঙ্গে নিয়ে যেয়ে চট করে দেখিয়ে দিতে পারে– সেটাও হতে পারে। আপনি দেখবেন এভিডেন্স অ্যাক্টে লেখা আছে 'মেটেরিয়াল্‌স্ লিডিং টু দি ডিসকভারি'। এখন র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' মরছে তার সঙ্গে অভিযুক্তদের স্পটে নিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক হয়তো আছে। কিন্তু একবার দু'বার হলে মানুষ হয়তো বিশ্বাস করতো। বারবার যদি এরকম হয় তাহলে মানুষের বিশ্বাসে তো কিছুটা ফাটল ধরবে এবং সেজন্যই আমি আগের প্রশ্নের উত্তরেও বললাম যে, যেই হোক না কেন জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে। আপনি যা ইচ্ছা তাই করবেন, যতদিন ইচ্ছা করবেন– এটা হতে পারে না।

আসক: পত্রিকাতে যেভাবে বিবরণ এসেছে তাতে আমরা বলছি যে, মৃত্যুগুলো পুলিশ হেফাজতে হচ্ছে। কিন্তু সরকারের এক মন্ত্রী বলেছেন যে, ক্রসফায়ারে যে মৃত্যু হয় সেটাকে হেফাজতে মৃত্যু বলা যায় না। আপনার মন্তব্য কী?

এনামুল হক: আমি এটা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে পারছি না; কারণ মন্ত্রী এগজাক্টলি কী বলেছেন তা আমি জানি না। আপনার কথার ওপর ভিত্তি করে আমি বলতে পারি না।

আসক: মন্ত্রীর কথা সম্পর্কে কিছু বলার দরকার নেই, আপনি কেবল বলেন যে, ক্রসফায়ারে মৃত্যুগুলোকে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু বলা যাবে কিনা?

এনামুল হক: র‍্যাবের হেফাজতে মৃত্যু বলা যাবে। পুলিশ হেফাজত হবে কেন? র‍্যাব পুলিশের একটা ইউনিট। সুতরাং র‍্যাবের হেফাজতে মৃত্যু– এতে অসত্যের কিছু নাইতো। বলতে পারবেন না কেন, একশবার বলতে পারবেন।

আসক: আপনি বললেন যে ক্রসফায়ারের ঘটনা দু'একবার হলে বিশ্বাস করা যায়, এতোবার হলে বিশ্বাসে ফাটল ধরে। তো বারবার যেহেতু ঘটছে, কী কারণে ঘটছে বলে মনে হয়? আপনার পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলবেন যে, প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া এটা কি সম্ভব?

এনামুল হক: না, আমি এ ব্যাপারে বলতে পারবো না। এজন্য যে ডিটেইল সারকাম্‌স্টানসেস আমার জানা নাই, আমার রিটায়ারমেন্ট হয়েছে প্রায় একযুগ আগে। এখন কীভাবে তারা নিয়ে যাচ্ছে, কী করছে– অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক কিছু হয়তো বদলে গেছে। সুতরাং অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আমি আপনাকে এর খুব একটা সদুত্তর দিতে পারবো না। তবে আমি এটা কামনা করবো যে, একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি যেন বারবার না ঘটে।

আসক: র‍্যাব এখন পর্যন্ত যেভাবে কাজ করছে, তাতে সন্ত্রাস দমনে র‍্যাবের ভবিষ্যৎ সফলতা কতখানি হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

এনামুল হক: আমি বরাবরই আশাবাদী লোক। আপনি র‍্যাবের কথা বললেন, কিন্তু আমি আপনাকে অন্য একটা কথা বলে শেষ করছি। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া যায় না। কয়দিন আগে পেপারে ছবি বেরিয়েছে দেখলাম যে, সন্ত্রাসীর নামে কাউকে ধরে লোকেরা পিটিয়ে মেরে ফেলছে। আবার তার বাড়িঘরও পুড়িয়ে দিচ্ছে। এটা যেমন কাম্য নয়, তেমনি র‍্যাব তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিয়ে মেরে ফেলবে– এটাও কাম্য নয়। সফলতা? সফলতা নিশ্চয়ই কিছু আছে। তা না হলে মানুষ র‍্যাবের একশনকে প্রশংসা করছে কেন? যেমন, এত বড় একটা শারদীয় পূজা গেল, বিশেষ কোনো গোলমাল হয়নি। এই যে সামনে ঈদের মৌসুম আসছে, এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের অতোটা তৎপরতা নাই যতোটা গত ক'বছরে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। এটা যে আবার হবে না তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না; কিন্তু আপাতত একটু নিস্তার মানুষ পেয়েছে। এই নিস্তারের সার্থকতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, এটা সাময়িক না অনেক দিন ধরে চলবে– এটাই আমাদেরকে দেখতে হবে। সরকার র‍্যাবকে ঠিকভাবে প্রয়োগ করছে, সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করছে, নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করছে, নাকি অন্যভাবে প্রয়োগ করছে– এটা সময়ই বলবে।

আসক: ধন্যবাদ আপনাকে।

এনামুল হক: আপনাদেরও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ৪ নভেম্বর ২০০৪